6.1 বুদ্ধির ধারণা ও প্রকৃতি (Concept and Nature of Intelligence)

আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি কথাটি ব্যবহার করি। আবার বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু ধারণা রয়েছে। যেমন—● সবার একইরকমের বুদ্ধি থাকে না। ● সব ধরনের কাজেই বুদ্ধি লাগে। ● পরীক্ষার রেজাল্ট-এর সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে ইত্যাদি।

এই অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধি সম্পর্কে জানব। প্রথমে আমরা আলোচনা করব বুদ্ধির সংজ্ঞা সম্বন্ধে।

6.1.1 বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Intelligence)

বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উপাদানের কথা বলেছেন। এখনও পর্যন্ত একটি সর্বজনস্বীকৃত বুদ্ধির সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। 1921 খ্রিস্টাব্দে 'Journal of Educational Psychology'-তে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত মনোবিদ্‌দের বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে অনুরোধ করেছিল। তাতে দেখা গেছিল কেউই বুদ্ধির সংজ্ঞাতে একমত নন। ওই জার্নালে আবার 1986 খ্রিস্টাব্দে একইরকমভাবে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের বুদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত করতে বলা হয়, সেখানেও একমত হওয়া যায়নি। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধিকে বিভিন্ন মনোবিদগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এখানে বিশেষ কিছু সংজ্ঞা পরের পাতায় দেওয়া হল—

> **মনে রাখার বিষয়**
>
> **বুদ্ধি :** বুদ্ধি হল মানুষের এক ধরনের মানসিক সক্ষমতা যার সাহায্যে ব্যক্তি তার সমস্ত রকমের কাজ সম্পাদনে সমর্থ হয়।

- **জে পি গিলফোর্ড** (J P Guilford)-এর মতে, "Performing an operation on a specific type of content to produce a particular product." অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট ফলাফলের উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্ষেত্র সাপেক্ষে যে কর্মসম্পাদন করা হয়।
- **আই এম টারম্যান** (I M Terman)-এর মতে, "The ability to carry on abstract thinking." অর্থাৎ, বিমূর্ত চিন্তন করার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।
- **ডি ওয়েসলার** (D Wechsler)-এর মতে, "The aggregate, or global capacity to act purposefully, think rationally, and deal effectively with the environment." অর্থাৎ, পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সামগ্রিকভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ করার ক্ষমতা, যুক্তিমূলক চিন্তন ও যথাযথ কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।

- আর জে স্টার্নবার্গ (R J Sternberg)-এর মতে, "The cognitive ability to learn from experience, to reason well, to remember important imformation, and to cope with the demands of daily living." অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার দ্বারা শিখন, যুক্তিকরণ তথ্য সংরক্ষণ ও প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদার সঙ্গে সংগতিবিধানের বৌদ্ধিক ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।
- স্টডডার্ড (Stoddard)-এর মতে, "The ability to undertake activities that are characterized by (1) difficullty, (2) complexity, (3) abstructness, (4) economy, (5) adaptedness to goal, (6) social value and (7) the emergence of originals."

সুতরাং, আমরা বুদ্ধির বিভিন্নরকমের সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত হলাম। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে **Wechsler**-এর দেওয়া সংজ্ঞা দুটি অনেক বেশি সামগ্রিক।

6.1.2 বুদ্ধির প্রকৃতি (Nature of Intelligence)

ওপরের বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা থেকে বুদ্ধির কিছু নির্দিষ্ট প্রকৃতি পাই। সেগুলিকে নীচে আলোচনা করা হল—

(i) বুদ্ধি হল এক ধরনের মানসিক ক্ষমতা।

(ii) বুদ্ধির অর্থ বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন—'শিখনের ক্ষমতা', 'অভিযোজনের ক্ষমতা', 'নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা', 'নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা' ইত্যাদি।

(iii) বুদ্ধির উপাদান হিসেবে কিছু মনোবিজ্ঞানী বলেছেন এটি একটিমাত্র উপাদান (সাধারণ বুদ্ধি বা General intelligence) দিয়ে তৈরি। আবার কিছু মনোবিজ্ঞানী বলেছেন বুদ্ধি এক নয় বহু উপাদান দিয়ে তৈরি।

(iv) বুদ্ধি কি জন্মগত, নাকি পরিবেশও বুদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলে—এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বর্তমানে এটা মেনে নেওয়া গেছে যে মানুষের বুদ্ধির ওপর বংশগতি ও পরিবেশ দুটি উপাদানেরই প্রভাব রয়েছে।

6.1.3 বুদ্ধির পরিধি (Scope of Intelligence)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব কাজেই বুদ্ধি প্রয়োজন। তাই বুদ্ধির পরিধিও অত্যন্ত বিস্তৃত। বহুদিন আগে থেকেই মানুষ বুদ্ধি নিয়ে চর্চা বা গবেষণার কাজ করে চলেছে এবং বুদ্ধিকে পরিমাপ করে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে সফলতা পেয়েছে। বুদ্ধির বিস্তৃত পরিধির মধ্যে বিশেষ কয়েকটিকে উল্লেখ করা হল, সেগুলি কেবল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। যেমন—

- **শিক্ষার্থীর সক্ষমতা চিহ্নিতকরণ (Identification of student's ability) :** বিভিন্ন বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক সক্ষমতাকে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ বা task বা শিখন বিষয়কে চর্চা করতে দেওয়া হলে শিক্ষার্থী সেই কাজে বা বিষয়কে দ্রুত সফলতা লাভ করতে পারে।
- **দক্ষতার বিকাশ (Development of skill) :** শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে পরিমাপ করে শিক্ষার্থীর দক্ষতার ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা সম্ভব হলে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো সুবিধাজনক হবে।
- **জ্ঞানমূলক বিকাশ (Cognitive development) :** শিক্ষার্থীর বুদ্ধি বা বৌদ্ধিক ক্ষমতা পরিমাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায় এবং সেই অনুযায়ী তার জ্ঞানমূলক বিকাশ ঘটানো সম্ভব।
- **শিক্ষাগত পারদর্শিতা বৃদ্ধি (Increasement of academic achievement) :** শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষমতার পরিমাপ করে, তার সক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ ও আগ্রহ অনুযায়ী বিষয়বস্তুর শিক্ষণ দান করা হলে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- **শিক্ষণ ধরন নির্ধারণ (Identification of teaching style) :** শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক সক্ষমতাকে পরিমাপ করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির স্তরকে চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী শিক্ষাদানের ধরন নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার হার বাড়ানো সম্ভব।
- **শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন (Selection of teaching method) :** শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষমতা পরিমাপের দ্বারা সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা সম্ভব।

এগুলি বুদ্ধির বিশেষ কিছু পরিধি। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষমতা পরিমাপ করে সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ প্রদীপন, শিখন কাজ (task) ইত্যাদি নির্ধারণ করা হলে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।